গাংনীতে অবৈধ ভাবে মাটি কাটার অভিযোগে জরিমানা

গাংনীতে অবৈধ ভাবে মাটি কাটার অপরাধে আব্দুল জিহান (৩০) নামের এক ব্যাক্তিকে অর্থদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আব্দুল জিহান চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার কৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা। স্কেবিটার মেশিন দিয়ে মাটি কাটার অপরাধে গাংনী উপজেলার আড়পাড়া গ্রামে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমান আদালত।

এসময় জিহান নামের ওই ব্যাক্তিকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারি নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সহকারি কমিশনার(ভূমি) নাদির হোসেন শামীম।

নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নাদির হোসেন জানান, সরকারি কোন অনুমোদন না নিয়ে ফসলি জমির মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছে এমন সংবাদ পেয়ে গাংনীর আড়পাড়া গ্রামে অভিযান চালানো হয়। এসময় স্কেবিটার মেশিন দিয়ে মাটিকাটা অবস্থায় আব্দুল জিহান নামের এক ব্যাক্তিকে হাতেনাতে আটক করলে জিহান তার অপরাধ স্বীকার করে। এসময় ইট প্রস্তত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৩ এর ৫(২) ও ১৫(১)(খ) ধারায় তাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহযোগীতা করেন।

কার্পাসডাঙ্গায় নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত দামে সার বিক্রির অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদাহ ইউনিয়নের ছাতিয়ানতলা গ্রামে আনছার ট্রেডার্স ও আক্তার ট্রেডার্স নামের দুই সার

বিক্রেতার বিরুদ্ধে সরকার নির্ধারিত মূল্যর তোয়াক্কা না করে আরো বেশী মূল্যে ইউরিয়া ও রাসায়নিক সার বিক্রির অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, ছাতিয়ান তলা গ্রামে আনছার ট্রেডার্সের মালিক সার ও কীটনাশক বিক্রেতা মিয়ারুল কোন প্রকারের লাইসেন্স ছাড়াই অবৈধভাবে সরকারী মূল্যর কোন তোয়াক্কা না করে ইউরিয়া ও বিভিন্ন রাসায়নিক সারে কেজি প্রতি ৩ থেকে ৪ টাকা বেশী নিয়ে বিক্রি করছেন। অপরদিকে আক্তার ট্রেডার্সের মালিক আক্তারুলও লাইসেন্স ছাড়া হরহামেশাই ইউরিয়া ও বিভিন্ন রাসায়নিক সার বিক্রি করছেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ আনছার ট্রেডার্সের সত্তাধিকারী মিয়ারুল যেনো খুবই বেপরোয়া। সে কারো কোন কিছু তোয়াক্কা করেনা। ইচ্ছেমত গলা কাটা দামে চাষীদের ঠকিয়ে তাদের সাথে চরম প্রতারনা করে বেশী দামে সার বিক্রি করে মুনাফা লুটছে।

আর রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ বনে গিয়ে দোতলা বাড়ি সহ অঢেল টাকার মালিক বনে গেছে। এ বিষয়ে মিয়ারুলের সাথে কথা বললে তিনি আমতা আমতা করে দাম বেশী নেবার কথা অকপটে স্বীকার করেন।এ বিষয়ে আক্তারুলের সাথে কথা বললে তিনি জানান কেজি প্রতি ১ টাকা বেশী নেন তিনি।গাড়ি ভাড়া পড়ে একটু বেশী তাই ১ টাকা বেশী নিতে হয়।

স্থানীয় চাষীরা জানান সরকার যেখানে চাষীদের বাঁচাতে সারে প্রচুর পরিমান টাকা ভূর্তুকি দিচ্ছে সেখানে মিয়ারুলের ব্যাবসায়ীদের কারনে কৃষকরা চরম লোকসানের মুখে পড়ছে ও চরম ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তারা জানান দ্রুত এর প্রতিকার না মিললে প্রয়োজনে চুয়াডাঙ্গায় বিজ্ঞ জেলা প্রশাসক সহ উদ্ধতন কর্মকর্তাদের দ্বারস্থ হবো তবুও এর একটা বিহিত চাই।অবৈধ এসব মুনাফালোভীদের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচাতে মিয়ারুল ও আক্তারুলের বিরুদ্ধে তদন্ত পূর্বক ব্যাবস্থা নিতে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামানের সাথে কথা বললে তিনি জানান এ ধরনের অভিযোগ পেলে সরকারী নির্ধারিত মূল্যের চাইতে যে বেশী দাম নেবে তার বিরুদ্ধে আমরা সাথে সাথে ব্যাবস্থা নেবো। এদের কোন প্রকার ছাড় দেওয়া হবেনা।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সাথে কথা বললে তিনি জানান এ বিষয়ে তদন্ত করে যদি সত্যতা পাওয়া যায় তবে

অবশ্যই আমরা কঠোর আইনগত ব্যাবস্থা নেবো। কোন প্রকার ছাড় দেওয়া হবেনা।

দামুড়হুদা জয়রামপুরে তিন প্রতিষ্ঠানকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা

দামুড়হুদা জয়রামপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে মল্লিক ফার্মেসি সহ তিন প্রতিষ্ঠানকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর গ্রামে ভোক্তা অধিকার এর অভিযান পরিচালনা হয়।

ভোক্তা অধিকার অভিযান পরিচালনা করেন সজল আহমেদ সহকারী পরিচালক জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা। দুপুর একটা থেকে তিনটা পর্যন্ত এই অভিযান পরিচালিত হয়। জয়রামপুর স্টেশন বাজার মল্লিক ফার্মেসিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ এর জন্য ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পার্শ্ববর্তী মুদি দোকান আকবর আলী স্টোরে মেয়াদ উত্তীর্ণ কমল পানি ফ্রেস গুগলি এর জন্য ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। আরো একটি কীটনাশক ও ফাস্টফুড এর যৌথ দোকান নজরুল স্টোরে মেয়াদ উত্তীর্ণ কমল পানি ফ্রিজ আপ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ বিস্কুট পাওয়ায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ বিষয়ে সজল আহমেদ বলেন, আমরা জরিমানা করার জন্য আসিনা। আমরা সাধারণ মানুষের অধিকার ও মানুষকে সচেতন করার জন্য এসেছি। আপনারা মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য কেনাবেচা থেকে বিরত থাকুন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সাথে ব্যবসা করবেন। আপনাদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করবেন। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুর কলেজ মোড়ে ইয়ারুল ক্যাফে এন্ড রেস্টুরেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুর কলেজ মোড়ে ইয়ারুল ক্যাফে এন্ড রেস্টুরেন্ট এর উদ্বোধন করা হয়। শুক্রবার সন্ধ্যার সময় মেহেরপুর কলেজ মোড়ে এর উদ্বোধন করা হয়।

এ সময় ইয়ারুল ক্যাফে এন্ড রেস্টুরেন্টের স্বত্বাধিকারী প্রোপাইটার মোঃ ইয়ারুল ইসলাম, কবির, লিটন, বাবু, সামাদ, মিন্টু, শাহজাহান সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

ইয়ারুল ক্যাফে এন্ড রেস্টুরেন্টের স্বত্বাধিকারী প্রোপাইটার মোঃ ইয়ারুল ইসলাম বলেন আমার এখানে থাই চাইনিজ, ফাস্টফুড সকল আইটেম এবং নান গ্রিল এর বিশেষ আইটেম ইত্যাদি পাওয়া যাবে।

এ সময় ফিতা কেটে মোনাজাতের মাধ্যমে উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

দামুড়হুদা বাসট্যান্ডে সিমরান স্টোরে চুরি করার সময় হাতেনাতে যুবক আটক

দামুড়হুদা বাসট্যান্ডে নুরুন্নবী মার্কেটে সিমরান স্টোরে এক ফাইল গোল্ডলিফ সিগারেট চুরি করার সময় চুয়াডাঙ্গা হাতিকাটা’র এক যুবককে আটক করেছে দোকানদার ও স্থানীয় জনগণ। বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার দিকে এই চুরির ঘটনা ঘটে।

আটককৃত হলেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হাতিকাটা গ্রামের ওসমানগণীর ছেলে রাসেল উদ্দীন (২৬)। সে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের

ম্যানেজমেন্টের অনার্স ৩য় বর্ষের ছাত্র। ১৮ হাজার টাকা জরিমানায় শেষ রক্ষা পায়।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ডে নূরন্নবী মার্কেটের সিমরান স্টোরে এক ফাইল গোল্ডলিফ সিগারেট চুরি করে ধরা পরে আকিজ গ্রুপের চুয়াডাঙ্গার ডিলার ইনসাফ ট্রেডার্সের মাল ডেলিভারি ম্যান (ডিএসআর) রাসেল। পরে তাকে দামুড়হুদা বাসট্যান্ড বাজার কমিটির মাধ্যমে ১৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এবিষয়ে সিমরান স্টোরের স্বত্বাধিকারী জয়রামপুর শাহপাড়ার ওসমান বলেন, আকিজ গ্রুপের ওই ডেলিভারি ম্যান যেদিন আসে সেই দিনই আমার দোকানে টাকা হারায়, সিগারেট হারায়। আমি তাকে সন্দেহ করি। তাকে দোকানে রেখে আমি টিউবওয়েলে পানি আনতে যাই, তখন এসে দেখি এক ফাইল গোল্ডলিফ সিগারেট আমাকে দেখে রেকের নিচে ফেলে দেয়। কি ফেললো জানতে চাইলে সে অস্বীকার করে। তখন পাসের দোকানে সিসি টিভি ক্যামেরায় রেকর্ডকৃত ভিডিও দেখে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সে সিগারেট চুরি করে ফেলে দিয়েছে। পরে দামুড়হুদা বাসট্যান্ড বাজার কমিটিকে জানানো হলে বিচার করে ১৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, এ বিষয়ে আমাকে কেউ কিছু জানায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেঘনায় ধরা পড়লো ১৬০ কেজির শাপলা পাতা মাছ

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে মেঘনা নদীতে জেলেদের জালে ধরা পড়েছে প্রায় ১৬০ কেজি ওজনের শাপলা পাতা মাছ। ২৮ হাজার ৫০০ টাকা দিয়ে মাছ ব্যবসায়ী ছিদ্দিক বেপারী মাছটি কিনেছেন। এতো বড় মাছ এর আগে মেঘনার কমলনগর অংশে ধরা পড়েনি বলে জানিয়েছে মৎস্য বিভাগ।

বৃহস্পতিবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে জেলেরা মাছটি উপজেলার মতিরহাট ঘাটে নিয়ে আসেন। জোয়ারে বঙ্গোপসাগর থেকে মাছটি

ভেসে আসতে পারে বলে ধারণা স্থানীয়দের। মাছটি দেখতে উৎসুক জনতা ঘাটে ভিড় জমিয়েছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ী মো. খোকন জানান, উপজেলার মোল্লা বাড়ির জেলে হাকিম মোল্লার জালে মাছটি ধরা পড়ে। মাছটি ছিদ্দিক বেপারী ২৮ হাজার ৫০০ টাকায় কিনে নিয়েছে। এটি ঢাকায় পাঠানো হবে।

লক্ষ্মীপুর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম বলেন, এটি সামুদ্রিক মাছ। জোয়ারের সময় সাগর থেকে মাছটি নদীতে চলে আসে। তখন জেলেদের জালে মাছটি ধরা পড়ে। বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি হওয়ায় ছোট আকারের শাপলা পাতা মাছ প্রায়শই মেঘনা নদীতে ধরা পড়ে। তবে মেঘনার কমলনগর অংশে এতো বড় শাপলা পাতা মাছ ধরা পড়ার ঘটনা এটিই প্রথম।

তিনি আরও বলেন, বাজারে এ মাছের চাহিদা রয়েছে। বিরল প্রজাতির এই সামুদ্রিক মাছটিকে স্থানীয়ভাবে ‌হাউস মাছ বলা হলেও এর নাম রে ফিন ফিস বা স্টিং ফিস। তবে শাপলা পাতা মাছ নামেই বেশি পরিচিত।

সূত্র: ইত্তেফাক

গাংনীর সাহারবাটি ও নওয়াপাড়ার চার প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ও নওয়াপাড়া বাজারে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করে চার ব্যবসায়ীর নিকট থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বুধবার দুপুর সাড়ে ১২ টার সময় মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন।
অভিযানে হোটেল, মুদিখানা, ফলের দোকানসহ বেশকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। এসময় নওয়াপাড়া বাজারে মেসার্স খুশি মিষ্টান্ন ভান্ডার নামক প্রতিষ্ঠানে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাবার তৈরি ও বিক্রয়ের অপরাধে এর মালিক মোঃ শিমুলকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ

আইন ২০০৯ এর ৪৩ ধারায় ১ হাজার টাকা, মেসার্স ভাই ভাই মিষ্টান্ন ভাণ্ডার নামক প্রতিষ্ঠানে অস্বাস্থ্যকরভাবে মিষ্টি ও অন্যান্য খাবার তৈরি, ফ্রিজে রেখে প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয়ের অপরাধে মালিক মোঃ রহিদুল ইসলামকে ৪৩ ও ৫১ ধারায় ৬ হাজার টাকা, মেসার্স রকিবুল ফল ভান্ডারের মালিক মোঃ রকিবুল ইসলামকে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য দোকানে সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের অপরাধে ৫১ ধারায় ১ হাজার টাকা, মেসার্স আরিফ স্টোরের মালিক মোঃ আরিফুল ইসলামকে একই অপরাধে ৫১ ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানে ৪টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে সহযোগিতায় ছিলেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম ও গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর জনাব মোঃ মশিউর রহমান এবং মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম।

চাহিদা থাকলেও বরাদ্দ না থাকায় চিনি সরবরাহ বন্ধ

দর্শনাসহ জেলায় ব্যাপক চিনি সংকট দেখা দিয়েছে।কেরুজ উৎপাদিত চিনি বাজারে সরবরাহ বন্ধ থাকায় ক্রেতারা পাচ্ছেনা কেরুজ চিনি।

স্থানীয় বাজারে বিএসএফআইসির তালিকাভুক্ত ৬জন পরিবেশক রয়েছে। তাদের কাছে চিনি সরবরাহ বন্ধ রেখেছে মিল কতৃপক্ষ।ফলে স্থানীয় বাজারে কেরুজ চিনি পাওয়া যাচ্ছে না।ফলে বাধ্য হয়ে রিফাইনারি মিলের চিনি কিনতে হচ্ছে।হাতের কাছে চিনিকল থাকলেও সেই মিলের চিনি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এলাকাবাসি।বাজারে চাহিদা থাকলেও সরবরাহ না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসি।

স্থানীয় পরিবেশক আঃ খালেক জানায়, চিনিকল থেকে চিনি বরাদ্দ না দেওয়ায় বাজারে চিনির সংকট দেখা দিচ্ছে।

কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর মহাব্যবস্থাপক (কারখানা) জানান,গত ২২-২৩ মাড়াই মৌসুমে ৫৩ হাজার ৬৯২ দশমিক ৮৮৫ মেঃটন আখ মাড়াই করে ৩

হাজার ২৩ দশমিক ৫০ মেঃটন চিনি উৎপাদিত হয়েছে।

কেরুজ ব্যাপস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন জানান, উৎপাদিত চিনি সেনাবাহিনী, বিজিবি,পুলিশ,আনসারসহ সরকারী দপ্তরে চাহিদা মতো সরবরাহ করা হচ্ছে।

চিনিকলের শ্রমিক-কর্মচারিদের মাঝে রেশন হিসেবে প্রতিমাসে ৫ মেঃটন চিনি বিক্রি করা হয়। ফলে স্থানীয় পরিবেশকদের ঠিকমতো চিনি দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের কৃষি খামারে বীজ আখ কাটার পরিদর্শন, চেয়ারম্যান অপু

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের কৃষি খামারে আধুনিক পদ্ধতিতে হারভেষ্টার মেশিন দিয়ে বীজ আখ কর্তন কাজ পরিদর্শন করেছে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান অপু।

আজ মঙ্গলবার (৭ ফ্রেব্রয়ারি) দুপুর ১টার দিকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কেরুজ আকন্দবাড়িয়া কৃষি খামারে হারভেষ্টার মেশিন দিয়ে বীজ আখ কর্তন কাজের পরিদর্শন করেন।এবং সাংবাদিকদের সাথে প্রেস ব্রিফিং করে।

এ সময় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান অপু বলেন বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব সরকার। তাই কৃষিতে বিল্পব আনতে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছেন। এ মেশিনটি ইন্ডিয়া গুজরাটের টারর্বো এগ্রো টেকনোলজি লিমিটেড কোম্পনীর তৈরী। আমরা পরীক্ষা মৃলক চাল্লাচ্ছি। এ হারভেষ্টার মেশিন দিয়ে আখ কর্তন করলে মাটির নীচ থেকে আখ কাটা হচ্ছে আমরা একর প্রতি ৫ টন আখ বেশি পাবো।
এ হারভেষ্টার মেশিনে একদিকে লেভার সংকট থেকে মুক্তি পাবো অপরদিকে সময় কম লাগবে। যার ফলে চিনির আহরনের সক্ষমতা বেড়ে যাবে।

ফলে এ হারভেষ্টার মেশিন দিয়ে আখ কাটলে চিনির আহরনও বেশি পাবো।তাই আগামীতে আমরা হারভেষ্টার দিয়ে আখ কাটার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি।আগামীতে চাষীরা বেশি করে আখ লাগায় সেজন্য আমরা আখের মৃল্যে টন প্রতি ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা করার চিন্তা করছি।আগামীতে কেরুজ চিনিকলটি ঘুরে দাঁড়াবে সেজন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এ হার্ভেষ্টার মেশিনটি সদর দপ্তর কিংবা চিনিকলের টাকায় কেনা না। শিল্পমন্ত্রনালয়ের সচিব মহাদয়ের একান্ত উদ্যোগে মেশিনটি বাংলাদেশে নেওয়া হয়েছে।

এ বীজ আখ পরিদর্শন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন।এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কেরুজ চিনিকলের মহাব্যাবস্হাপক অর্থ মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম,কেরুজ চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) আশরাফুল আলম ভুইয়া, ব্যবস্থাপক (খামার) সুমন কুমার সাহা,মাহাব্যবস্থাপক দেলোয়ার হোসেন, ব্যবস্থাপক (পরিঃপ্রকৌঃ) আবু সাঈদ, আবু তালহা।

মেহেরপুরে দুই গ্যাস ব্যবসায়ীর জরিমানা

বেশি দামে গ্যাস বিক্রির অপরাধে মেহেরপুর শহরের কাসারি পাড়ার এস এম গ্যাস হাউজের সাজ্জাদ হোসেন সবুজ ও হোটেল বাজারের জাকির ব্রাদার্স এর মালিক আমিনুল ইসলামের কাছে থেকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন।

তিনি জানান, গ্যাস সিলিন্ডার, মুদিখানাসহ বেশকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। এসময় মেহেরপুর শহরের কাসারি বাজারে মেসার্স এস এম গ্যাস হাউজ নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে পাওয়া যায় নানা অনিয়ম। বিভিন্ন কোম্পানি থেকে ১২৯৫ টাকায় পুর্বের কম দামে কেনা গ্যাস বিক্রয় করছেন ১৫৭০

টাকা দরে যেখানে বর্তমান সরকার নির্ধারিত মুল্য ১৪৯৮ টাকা। সরকারি মূল্যের বাইরে গিয়ে অসৎভাবে সিলিন্ডার প্রতি লাভ করছেন ২৭৫ টাকা। নাই মুল্যতালিকা, লাইসেন্স বহির্ভূতভাবে আবাসিক এলাকায় অননুমোদিত গোডাউনে মজুদ করেছেন হাজারের অধিক গ্যাস সিলিন্ডার। এসকল অপরাধে প্রতিষ্ঠানের মালিক সাজ্জাদ হোসেন সবুজকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪০ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অপরদিকে, হোটেল বাজারের মেসার্স জাকির এন্ড ব্রাদার্স এর মালিক মোঃ আমিনুল ইসলামকে গ্যাস ও অন্যান্য পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৩৮ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনাকালে জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা জিবরাইল হোসেন, জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) তারিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। অভিযানে মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম সহযোগীতা করেন।